হিউলেট প্যাকার্ড

ডিজিটাল ভবিষ্যতের রাজা হতে চায়

গোলাম নবী জুয়েল

ডেভিড প্যাকার্ড এবং উইলিয়াম হিউলেটের গড়া হিউলেট প্যাকার্ড (এইচপি) কোম্পানীর যাত্রা শুরু ১৯৩৯ সালে, যখন পৃথিবী ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রের স্বাদ পেতে শুরু করেছে মাত্র। এরপর ১৯৭৮ সালে প্রধান নির্বাহী জন ইয়ং হিউলেট প্যাকার্ডকে কমপিউটার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। এবার হিউলেট প্যাকার্ডকে সাফল্যের তৃতীয় স্তরে উন্নীত করার দায়িত্ব নিয়েছে লুইস প্লাট।

১৯৯২ সালের জুলাই মাসে হিউলেট প্যাকার্ড কোম্পানী যখন নতুন নির্বাহীর নাম ঘোষণা করল তখন সবাই অবাক হলো কারণ জন ইয়ংয়ের নেতৃত্বে এইচপি ভাল ব্যবসাই করছিল। এমনকি কমপিউটার ব্যবসায় এইচপি-র অবস্থান আইবিএম ও ডিজিটাল ইকুইপমেন্ট করপোরেশনের চেয়েও ভাল, আবার ওয়ার্কস্টেশন বিক্রির দিক থেকে সান মাইক্রোসিস্টেম ইনক থেকে এইচপি-র অবস্থান ভাল। শুধু তাই নয় এইচপি-র প্রিন্টার বাজারে জাপান ইনকের চেয়ে বেশী চলে। তবুও কেন ইয়ং-এর বদলে প্লাট। লোকজনের মন্তব্য ছিল-- পরিবর্তনের জন্যই এই পরিবর্তন। আসলে প্লাটের কাজ হবে বসে বসে কোম্পানীর ব্যবসা দেখা।

কিন্তু সবার ধারণা লুইস ই. প্লাট মিথ্যা প্রমাণ করলেন। নতুন নতুন বৈপ্লবিক চিন্তার গাঁথুনি দিয়ে প্লাট আসন্ন ডিজিটাল পৃথিবীর কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য এইচপি-কে প্রস্তুত করার কাজে মনোনিবেশ করলেন।

ভবিষ্যতকে দেখতে পায় এমন দু'একজন মানুষের একজন প্লাট। যিনি বিশ্বাস করেন কমপিউটার, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ভোক্তা পণ্যের এক মহামিলন অচিরেই ঘটবে যার ফলে পৃথিবীর মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি পালটে যাবে। ব্যাপক সেই পরিবর্তনের স্রোতে টিভি প্রোগ্রাম, সংবাদ ও সাময়িকী, টেলিফোন কল, সংগীত ও চলচ্চিত্র- এককথায় সবটাতেই আসবে পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনের মূলে থাকবে '০' ও '১' এর খেলা। অর্থাৎ কমপিউটার কোড বা ডিজিটাল ফর্ম। নতুন ঐ পৃথিবীতে বিনোদন, মুদ্রিত পুস্তক, ভোক্তা সামগ্রি ব্যবসা সবটাই ডিজিটাল আকারে হবে। ফলে ব্যক্তি পর্যায়ে যোগাযোগের ভিত্তিতে বিলিয়ন ডলারের ব্যবসাক্ষেত্র উন্মুক্ত হবে। যেখানে থাকবে কমপিউটার নির্ভর নিত্য-নতুন প্রযুক্তি। ভিডিও অন ডিমান্ড, ইন্টারঅ্যাকটিভ গেমস, হোম সপিং এবং আরো অনেক কিছু। লুইস প্লাট উপলব্ধি করলেন এইচপিকে ভবিষ্যতে যদি এখনকার মত সফল কোম্পানী হিসেবে টিকিয়ে রাখতে হয় তবে ডিজিটাল পৃথিবীতে প্রবেশ করতেই হবে। কাজটি সহজ কিছু নয়। কিন্তু কঠিনকে মোকাবেলা করতে প্লাট কখনো পিছপা হননি।

নতুন রণকৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে প্লাট এইচপি ল্যাবরেটরীর পরিচালক জোয়েল এস. ব্রিনবামের সাথে একাধিক আলোচনায় বসতে লাগলেন। কারণ কোম্পনীর 'গোপন অস্ত্র' যার বদৌলতে এইচপি কমপিউটার বাজারে অন্যদের চেয়ে উন্নততর সেসব তথ্য জ্ঞানে ব্রিনবাম। ব্রিনবামের নিকট হতে প্লাট জেনে নিলেন কি প্রযুক্তির গুণে এইচপি মেশিন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যন্ত্রপাতিতে, উপাত্ত বিশ্লেষণে, ঔষধ কারখানায়, খেলার মাঠে, মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশনে এতটা জনপ্রিয়। ব্রিনবাম নতুন নির্বাহীকে জানালেন তাদের পক্ষে কমপিউটার, কমিউনিকেশন এবং ভোক্তা পণ্য এই তিনের মাঝে সমন্বয় ঘটান সম্ভব এবং শুধু তাই নয়, অতীত সাফল্যের বিচারে অন্যদের পরাভূত করে এইচপির পক্ষে জয়ী হওয়াও সম্ভব।

ডিজিটাল পৃথিবীতে এইচপিকে যাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধানরা হলো ইউএস ওয়েস্ট, এপল, আইবিএম। এ ক্ষেত্রেও এইচপির সাফল্যগাঁথা প্রচুর রয়েছে।

গতবছর এইচপি ফোর্ড কোম্পানীর একটি ৬৩ মিলিয়ন ডলারের কাজ পেয়েছিল। যে কাজে আইবিএম পাত্তাই পায়নি। কারণ ঐ কাজের জন্য যে মানের পিসি দরকার ছিল আইবিএম তা বানাতে পারে না।

ব্রিনবাম জানান, ইন্টারঅ্যাকটিভ ডিজিটাল মিডিয়া এবং তথ্য মহাসড়কে ডাটা সুপারহাইওয়ে এইচপি প্রযুক্তি চমৎকারভাবে মিশে যেতে পারে। তিনি জানান, ক্যাবল টিভি অপারেটরদের দরকার উচ্চ গতিসম্পন্ন কমপিউটার। একইভাবে এইচপির কমপিউটার এবং চিকিৎসা বিষয়ক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে দূরবর্তী চিকিৎসা সম্ভব (এ সম্পর্কিত একটি আলাদা লেখা এ সংখ্যায় লেখা হয়েছে)। এরপর একে একে ব্রিনবাম প্লাটকে কোম্পনীর বর্তমান পণ্য, প্রযুক্তিগত সুবিধা, জনশক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন। সব জেনে-শুনে প্লাটের স্থির বিশ্বাস জন্মেছে এইচপি তার নিজস্ব গতিধারায় প্রযুক্তির তৃতীয় স্তরে উপনীত হতে চলছে। এ প্রসঙ্গে ব্রিনবাম বলেন, 'আগামী ১০ বছরের মধ্যে এইচপি সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রার একটি কোম্পানী হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।' বলা যায় প্লাট তার যুগে রাজা হতে চান।

নিঃসন্দেহে এটি একটি উচ্চাশা। এটি কোন মাত্রায় বাস্তবে রূপ নিবে তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। প্লাট নিজেও জানেন না। তবে প্লাট আশাবাদী। গত ফেব্রুয়ারী মাসে নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্লাট একটি পরিষদ গঠন করেছেন। নাম দিয়েছেন MC² কাউন্সিল। MC² মানে মেজারম্যান্ট, কমপিউটিং, কমিউনিকেশন। এই পরিষদে কোম্পানীর উঁচু স্তরের সমস্ত প্রযুক্তিবিদ, বিপণন কর্মী ও ব্যবস্থাপকগণ রয়েছে এবং ইতিমধ্যে এইচপি ল্যাবের গবেষণা ও উন্নয়ন বাজেট হতে ১৩৭ মিলিয়ন ডলার নতুন পণ্য উৎপাদনে ব্যয়ের জন্য নিয়ে নেয়া হয়েছে।

এইচপির নতুন এই যুদ্ধে সহযোগী কেউ নেই। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী আইবিএম, এপল বা অন্যদের সাথে রয়েছে সোনি, টাইম ওয়ারনার সহ অন্যান্যরা। বাজার বিশ্লেষকদের মতে এটি একটি বড় ধরনের সমস্যা। কিন্তু এই সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্যও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে প্লাট। ইতিমধ্যে তারা ইন্টারএকটিভ ক্যাবল নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী টাইমওয়ারনারের সাথে বিভিন্ন ব্যবসায়িক চুক্তির ব্যাপারে আলাপ করছে। ১৯৯৫ সালে এইচপি এমন প্রিন্টার বিক্রির প্রস্তুতি নিচ্ছে যেটিতে যে কোন ভিডিও থেকে স্থির চিত্রের প্রিন্ট দেয়া সম্ভব হবে।

ইতিমধ্যে এইচপি ডিজিটাল ভবিষ্যত দখলে কি কি পণ্য নিয়ে যুদ্ধ করবে তার একটা খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে (বক্সে দেখুন)।

এইচপির রয়েছে ২.৩ বিলিয়ন ডলারের মিনি কমপিউটার ব্যবসা যা বছরে ২০ শতাংশ বাড়ছে। এটি অন্য যে কোন কোম্পানীর তুলনায় দ্বিগুণ। কোম্পানীর ওয়ার্কস্টেশন বিক্রিও গত বছরের তুলনায় ১৯ শতাংশ বেড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে বছর শেষে পিসি বিক্রির পরিমাণ গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ হবে।

এখানেই শেষ নয়। আইবিএম, এপল এবং ডেকের তুলনায় এইচপি আরো একটি দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে। এইচপির গুদামে কোন মাল পড়ে নেই। যে পরিমাণ তারা উৎপাদন করছে তাই বাজারে চলে যাচ্ছে। ফলে ১৯৮৮ এর তুলনায় কোম্পানীর পরিচালনা ব্যয় ১১ শতাংশ কমেছে।

কিন্তু তাই বলে আয় যে বহুগুণে বেড়েছে তা নয় বরং লাভের হার কমেছে। এর একটি কারণ কমপিউটার হার্ডওয়্যারের মূল্য হ্রাস। তার উপর প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীগুলোর নিত্য নতুন শক্তিশালী পণ্যের বাজারে আগমন তো রয়েছেই। এ অবস্থায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে সামনে আগানো এবং ভবিষ্যতের ডিজিটাল পৃথিবীর নেতৃত্ব দখল সহজ কিছু নয়। এক্ষেত্রে প্লাটের ভাবনাটি কি এবার তা জানা যাক।

লুইস প্লাটের প্রথম ভাবনা ভিডিও সার্ভার সরবরাহের মাধ্যমে ডিজিটাল পৃথিবীতে নিজেদের

(৪৯ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

ডিজিটাল পৃথিবীর জন্য

হিউলেট-প্যাকার্ডের পণ্য

ডিজিটাল ভবিষ্যত দখলে হিউলেট প্যাকার্ড যেসব পণ্য নিয়ে অন্যদের সাথে লড়াই-এ নামবে ইতিমধ্যে সেগুলো সম্পর্কে খানিকটা ধারণা দেয়া হয়েছে। অনেকে এটিকে খসড়া প্রস্তুতি হিসেবে দেখছেন। পণ্যগুলো হলো ঃ

হাতে বহণযোগ্য তারবিহীন পিসি ঃ এটি আকারে একটি ক্যালকুলেটরের চেয়ে বড় নয়। HP100LX মডেলের এই পিসিতে মডেম লাগিয়ে নিয়ে ইলেকট্রনিক মেইল প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়।

ভিডিও সার্ভার ঃ একটি কমপিউটার যেটিতে হাজার ডিজিটাল আকারে রাখা যাবে এবং চাওয়া মাত্র সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

ইন্টার একটিভ টিবি ডিভাইস ঃ এসার ইনকের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় এই ডিজাইস সরবরাহ করা হবে। এর মাধ্যমে ইন্টার একটিভ নেটওয়ার্কে ঢোকা সম্ভব হবে।

ডিজিটাল ক্যাবল টিভি ডিকোডার ঃ এর মাধ্যমে অন লাইন চলচ্চিত্র দেখা সম্ভব হবে।

ভিডি ও প্রিন্টার ঃ এর মাধ্যমে টিভি বা ভিডিও হতে যে কোন দৃশ্যের স্থির চিত্র প্রিন্ট করা যাবে।

ইন্টার একটিভ নোটপ্যাড ঃ কলম ভিত্তিক কমপিউটার যার মাধ্যমে দু'জন ব্যবহারকারীর একটি মাত্র টেলিফোন লাইনে তথ্য বিনিময় করতে পারবে বলে এবং লিখে।

অটো এনালাইজার ঃ গাড়ীর যে কোন ধরণের সমস্যা চিহ্নিত করনে এটি তুলনাবিহীন।

তথ্য প্রযুক্তির যুদ্ধ জয়ে ওরাকলের প্রস্তুতি

ইদিশতা নবী

বাণিজ্যিক তথ্যভান্ডার তৈরীর সফটওয়্যার সৃষ্টির এক নম্বর প্রতিষ্ঠান ওরাকল প্রতি বছর ৬৪০০ কোটি টাকা ব্যবসা করে। পৃথিবীর বৃহৎ উৎপাদনকারী কোম্পানীসমূহ তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া, জনসংযোগ, বিপণন ধারা, হিসাবপত্তর থেকে শুরু করে সামগ্রিক কর্মকান্ড পরিচালনায় অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যতার সাথে এই সিস্টেম ব্যবহার করে থাকে।

বিশাল কমপিউটার প্রতিষ্ঠান ওরাকল সিস্টেম করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী ৪৯ বছরের ল্যারী এলিসন। তিনি এই কোম্পানীর সহপ্রতিষ্ঠাতাও বটে। সফটওয়্যার ব্যবসায় বিলিওনিয়ার বিল গেটস, পল এলেন এবং স্টিভ বলমারের সাথে ল্যারী এলিসনের মৌলিক পার্থক্যটি হলো তিনি অভিবাসিত হয়ে আসা রাশিয়ান ইহুদী। দ্বিতীয় যে পার্থক্যটি উল্লেখযোগ্য তা হলো অন্যরা সফটওয়্যার সরবরাহ করে পিসির জন্য আর ল্যারী কাজ করেন পিসি, ইউনিক্স মেইনফ্রেমসহ প্রায় ১০০টি বৃহৎ সিস্টেমের কমপিউটার জগতে। ৮,০০০ কোটি টাকা মূল্যের ওরাকল কোম্পানীর ২৩ শতাংশের মালিক এলিসন বিশ্বাস করেন আগামী ডিজিটাল বিশ্বের নেতৃত্ব তারাই দিবেন। এই বিশ্বাসের মূলে রয়েছে ভবিষ্যত পৃথিবীর কাজের ধারার বিশ্লেষণ এবং তাদের কোম্পানীর উৎপাদিত পণ্যের কার্যকারিতা ও ভবিষ্যত পণ্যের অবস্থানগত প্রাধান্যের মূল্যায়ন।

ল্যারী ওরাকল কোম্পানীর কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার প্রমাণে তার কোম্পানীর 'আলেকজান্দ্রিয়া প্রকল্প'-এর উদাহরণ দিয়ে থাকেন। এটি এমনই একটি প্রকল্প যেটির বাস্তবায়নে মানুষের জ্ঞানের সাম্রাজ্যের তথ্য ধারণে আসবে অভাবিত পরিবর্তন। এটি প্রাচীন আমলের গ্রীকদের স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিবে। তখন গ্রীকরা পৃথিবীর সব মুদ্রিত তথ্যাবলীকে সংরক্ষণের জন্য গ্রীসের আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে একটি লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিল। খৃষ্টপূর্ব ৩৯১ সালে শত্রুরা সেটি পুড়িয়ে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত লাইব্রেরীতে ৫ লাখ মুদ্রিত পুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছিল। গ্রীকদের স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিতে ওরাকলের লক্ষ্য মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক এমন একটি তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা যেখানে শুধুমাত্র পৃথিবীর সমস্ত মুদ্রিত পুস্তক এবং চিত্রই সন্নিবেশিত হবে না আরো সন্নিবেশিত হবে এ পর্যন্ত হলিউডে তৈরী সমস্ত চলচ্চিত্র, টিভি চিত্র এবং আরো অনেক কিছু। এলিসনের লক্ষ্য হলো বিশ্বজুড়ে ভোক্তা বাজার সৃষ্টি। এর ফলে বাংলাদেশের হস্তশিল্প ও পাটজাত দ্রব্য আমেরিকার ক্রেতার নিকট ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রদর্শন ও বিক্রি করা সম্ভব হবে।

স্বপ্নের বাস্তবায়নে ল্যারী এবং তার অরাকল কঠোর পরিশ্রম করছে। অরাকল এখন এমন ডাটাবেজ তৈরীতে মনোনিবেশ করেছে যেটি তৈরী হলে বর্তমানের চেয়ে ১০ হাজার হতে ১০ লাখ গুণ বেশী কার্যক্ষমতা সম্পন্ন ডাটাবেজ তৈরী সম্ভব হবে।

বর্তমানে ওরাকল যে ধরনের সিস্টেম বাজারজাত করছে সেগুলো ৫০ -১০০ গিগাবাইট মেমোরিসমৃদ্ধ। এই শক্তি দিয়ে ভবিষ্যতের ডিজিটাল পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে না। কারণ এই ক্ষমতায় মাত্র গোটা পঞ্চাশেক ভিডিও চলচ্চিত্র অনলাইনে সরবরাহ সম্ভব। অথচ এমন অনেক ভিডিও লাইব্রেরী আছে যাদের সংগ্রহে রয়েছে ১০,০০০ এর অধিক ক্যাসেট অর্থাৎ ২০ টেরাবাইট তথ্য।

এ কারণেই এলিসনের লক্ষ্য এমন মালটিমিডিয়া ডাটাবেজ সিস্টেম তৈরী করা যেটি ভবিষ্যতের বিশ্ব বাণিজ্যের স্রোতে আপন মহিমায় মিশে যেতে পারবে এবং বাণিজ্যকে করবে গতিশীল। পুরো আমেরিকা এবং বিশ্বের কমপিউটার ও ইলেকট্রনিক প্রতিষ্ঠানগুলো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তথ্য মহাসড়কের জন্য। তথ্য মহাসড়কে থাকবে দ্রুতগতির ডিজিটাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক যার মাধ্যমে যে কোন ধরনের তথ্য যে কোন সময় যে কাউকে টেলিফোন, ইন্টারএকটিভ টিভি, পিসি, পিডিএ এগুলোর যে কোন একটি মাধ্যমে সরবরাহ করা যাবে।

আসন্ন এই তথ্য প্রযুক্তি যুগের জন্য এটিএন্ডটি, আইবিএম, টেনডেম কমপিউটারস এবং সিলিকন ভ্যাগীসহ অন্যরা হার্ডওয়্যার নির্মাণে মনোনিবেশ করেছে। এলিসন ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, যে যাই করুক না কেন তার হাতে এখনই এমন হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার রয়েছে যা দিয়ে অন্য যে কোন কোম্পানীর তুলনায় অধিক দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে ওদের চেয়ে বড় আকারের মালটিমিডিয়া তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা সম্ভব।

এলিসনের হার্ডওয়্যারের শক্তি হলো এন-কিউব করপোরেশন। এটি ক্যালিফোর্নিয়ার স্টার সিটিতে গড়ে উঠা ১০ বছর বয়সী এক প্রতিষ্ঠান। এরা ম্যাসিভলী প্যারালাল প্রসেসর যুক্ত কমপিউটার নির্মাণে পথিকৃৎ। এটির বর্তমান নিয়ন্ত্রণ ও এলিসন করে থাকেন।

আর সফটওয়্যারের জন্য ওরাকলই সেরা। ওরাকলের ফ্ল্যাগশীপ ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম ম্যাসিভলী প্যারালাল মেশিনকে এমনভাবে চালাতে সক্ষম যেটিতে ভিডিও, অডিও এবং টেক্সচুয়াল ডাটাকে সংরক্ষণ করা সম্ভব।

এন-কিউবের হার্ডওয়্যার এবং ওরাকলের সফটওয়্যার এই দু'য়ের উপর নির্ভর করে এলিসন লড়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত ৬০ মিলিয়ন ডলার তিনি ব্যয় করেছেন এই দুই পণ্যের জন্য।

এলিসনকে লড়াই করতে হচ্ছে বিল গেটসের মত সফটওয়্যার বিলিওনিয়ারের সাথেও তিনি বিশ্বাস করেন ডিজিটাল ভবিষ্যতের সফটওয়্যারের সাম্রাজ্য দখল করবে মাইক্রোসফট। বিল গেটস আরো বিশ্বাস করেন ডিজিটাল ভবিষ্যত দুনিয়ায় হার্ডওয়্যারের গুরুত্ব অনেক কমে যাবে। মানুষ তখন সফটওয়্যার নির্ভর হয়ে উঠবে। আর সফটওয়্যার নির্ভর হওয়া মানেই মাইক্রোসফটের জন্য নতুন দিগন্তের উন্মোচন।

প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিল গেটস- ই এলিসনের জন্য সব থেকে কঠিনতম একজন। কারণ বিল গেটস তার শুরু মাইক্রোসফটের গবেষণা ও উন্নয়ন প্রধান নাথান মারবোল্ডের পরামর্শে ভবিষ্যত ডিজিটাল পৃথিবীর জন্য এখন থেকেই প্রচুর অর্থ ব্যয়ে গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতি বছর বিল গেটস নতুন প্রজেক্টের জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলারের চেক লিখে দিচ্ছেন। গত বছর প্রজেক্টের গবেষণা দলে কর্মীর সংখ্যা ছিল ৫০ এখন তা ৩০০ তে পৌঁছেছে। আশা করা হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হবে। বিল গেটস বলেন, তিনি নিজে তার মেধার ৯০ শতাংশ ব্যয় করছেন নতুন প্রজেক্টের জন্য।

ল্যারী এলিসন এ ধরনের সমস্যাকে কোন সমস্যাই মনে করেন না। ধীশক্তি সম্পন্ন স্থির মস্তিকের অধিকারী ল্যারী ষাটের দশকে কলেজের পড়া ছেড়ে কমপিউটার ব্যবসা শুরু করেছেন। আইবিএম-এর প্রথম ক্লোন মেইনফ্রেম তৈরীর দলে তিনিও একজন সদস্য। ১৯৭৭ সালে আইবিএম ছেড়ে তিনি যখন ওরাকল প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি সবকিছু দেখে শুনে তবেই শুরু করেছিলেন। এবং তিনি যে কতটা সঠিক ছিলেন তার প্রমাণ আইবিএম-এর তিন বছর আগেই ওরাকলের মেইনফ্রেমের জন্য জনপ্রিয় সফটওয়্যার নিয়ে বাজারে আসা। বড় বড় করপোরেট কোম্পানীগুলো ওরাকলকে লুফে নিয়েছিল। এরপর ওরাকলকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। আশির দশকে বছরে দ্বিগুণ গতিতে ব্যবসা বৃদ্ধির মাধ্যমে ওরাকল দ্রুতগতিতে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর রূপ লাভ করে। রিলেশনাল ডাটাবেজ সফটওয়্যার সিস্টেম তৈরীতে ওরাকলের দক্ষতা তাকে এক নম্বর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে এবং অল্প সময়েই ওরাকল রিলেশনাল ডাটাবেজ সফটওয়্যার সিস্টেমের বিশ্ব বাজারের ৩৪ শতাংশ নিজ দখলে নিতে সক্ষম হয় যেখানে আইবিএম-এর দখলে রয়েছে মাত্র ২৬ শতাংশ বাজার। বাজার বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ওরাকলের রিলেশনাল ডাটাবেজ মার্কেট বছরে প্রায় ২০% বাড়ছে। এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার।

সবমিলিয়ে একটি বিষয় সকলের নিকট পরিষ্কার আগামীর ডিজিটাল পৃথিবীতে অরাকল নিজের অবস্থান তৈরীতে জোর লড়াই লড়বে। ০

হিউলেট প্যাকার্ড

(৩৫ নং পৃষ্ঠার পর)

অবস্থান তৈরী করা। দেশ জোড়া ডিজিটাল নেটওয়ার্ক তৈরীর মধ্য দিয়ে যে তথ্য মহাসড়ক গড়তে চান যুক্তরাষ্ট্রের তাইস প্রেসিডেন্ট আল গোরে এবং তথ্য সাম্রাজ্যের রাজাগণ সেখানে এইচপির 'ভিডিও সার্ভার' জুড়ে দেয়াই প্লাটের লক্ষ্য। ভিডিও সার্ভার হলো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমপিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা যেটি হাজার হাজার চলচ্চিত্র এবং অন্য অনুষ্ঠানকে সংরক্ষণ করবে। অতঃপর ঐ নেটওয়ার্কে যুক্ত যে কেউ যখনই যেটি চাইবে তৎক্ষণাৎ সেটি তার বাড়ীতে বা অফিসে পেয়ে যাবে। ধারণা করা হচ্ছে ২০০০ সালের মধ্যে ভিডিও সার্ভারের বাজার ২০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে।

প্লাটের দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি বাড়ীর দর্শকদের নিয়ে। ইন্টারএকটিভ দৃশ্যাবলী দেখার সহায়ক ক্ষুদ্র রিমোট ও বহনযোগ্য টিভি কন্ট্রোলার বক্স সরবরাহের মাধ্যমে ঘরে ঘরে এইচপিকে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্লাট ইতিমধ্যে টিভি এনসার ইনক্ নামে একটি কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

এভাবে প্লাট তার MC² প্রোগ্রামকে সফল করে তুলতে চায়। তার মতে, 'আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মাল্টিবিলিয়ন ডলারের ব্যবসা খুঁজছি। আমরা এমন কিছু নিয়ে বাজারে আসতে চাই যা পুরো বাজারের গতিধারা পালটে দিবে।' এইচপির অতীত বিশ্লেষণ করলে প্লাটের এই ভাবনাকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই। কারণ আজকে এইচপি প্রিন্টারের ৪.৩ বিলিয়ন ডলারের যে বাণিজ্য, শুরুতে এমনটি যে হবে সেটি কেউ বিশ্বাস করেনি।

আর প্লাট এইচপি জগতে নতুন কেউ নয়। ১৯৬৬ সালে প্লাট এইচপির মেডিকেল প্রোডাক্ট ডিভিশনে যোগদান করেন। তারপর অনেক বিভাগে কাজ করে অবশেষে কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী হয়েছেন। যতটুকু তিনি জানতেন না তাও ত্রিনবামের নিকট হতে জেনে নিয়েছেন। কোম্পানীর বিভিন্ন ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজাররা তার গুণপনায় মুগ্ধ। নির্বাহীর দায়িত্ব লাভের পর প্লাট কমপক্ষে ১০০ বার অধীনস্থদের সাথে 'কফি চক্রে' মিলিত হয়েছেন। সবাই সন্তুষ্ট। নতুন উদ্যমে কাজ করছে সবাই। বিশ্ববাজারে এইচপির অবস্থান মজবুত করতে সবাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জোর কদমে চলছে এইচপি। লক্ষ্য একটাই- ভবিষ্যতের ডিজিটাল পৃথিবীর রাজা হওয়া। ০